Ô†mKv‡qc evZ©vÕ

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

সেকায়েপ

সংখ্যা-৬ | এপ্রিল ২০১৬

বিষয়বস্তু

* অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচির ৩০টি ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন;
* জেএমআর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা কমেছে;
* পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন কর্মসূচিতে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার সাফল্য;
* পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পাঠ্য বই নির্বাচন;
* ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ও মোটর সাইকেল বিতরণ;
* উদ্দীপনা পুরস্কার বিতরণ;
* ইভ টিজিং ও বাল্য বিবাহ রোধে পিটিএ'র উদ্যোগ;
* বিদ্যালয় পরিবেশ উন্নয়নে আইএসএফ কর্মসূচির ভূমিকা;
* আইসিটি ব্যবহারে রাজাপুর ও কলারোয়া উপজেলার সাফল্য;
* সামাজিক নিরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা;
* শিক্ষার মান মূল্যায়ন।

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, আশা করি সেকায়েপ বার্তার ৫ম সংখ্যা ইতোমধ্যে আপনাদের হাতে পৌঁছেছে। ভাল লাগছে এজন্য যে সেকায়েপ বার্তার ৬ষ্ঠ সংখ্যা খুব কম সময়ে আপনাদের হাতে পৌঁছাতে পেরেছি। এ সংখ্যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই সঙ্গে আমরা বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন প্রকাশ করেছি। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে চলমান কিছু কাজের বিশেষ অগ্রগতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। খুব কম সময়ে এ সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ায় সকল সাব-কম্পোনেন্ট-এর ফোকাল পারসন, প্রকল্পের সহকারি পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকগণকে ধন্যবাদ। প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের সুদক্ষ পরিচালনা ও অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকের দিক নির্দেশনা সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সেকায়েপ শুরু থেকেই দুর্গম, পিছিয়ে পড়া, নিম্ন ফলাফল ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে কাজ করে সফল হওয়া সত্যই খুব আনন্দের। আর এ কঠিন ও দুরূহ কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে করে যাচ্ছে সেকায়েপ। এসব কার্যক্রমের কিছু সংবাদ আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, তাই আমরা সার্থক। এ বার্তা পড়ে যদি সামান্যতম প্রেরণার সঞ্চার হয় তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। পরিশেষে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচি অবহিতকরণ কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি জনাব মোশারফ হোসাইন।

অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচির ৩০টি ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

২০১৫ সালের প্রথম দিক হতে সেকায়েপ অতিরিক্ত ক্লাসের বদলে অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচিত সেকায়েপভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ক্লাসরুম শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহে লক্ষিত শিক্ষার্থীদের দক্ষতার উন্নয়ন করা। মাধ্যমিক স্তরে সবচেয়ে কঠিন এ তিনটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মান বাড়ানোই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে উল্লিখিত ৩টি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অহেতুক ভীতি দূর হবে, পাসের হার বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণনতা কমবে। গরীব ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা ও কমবে। সর্বোপরি শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত "অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচির" ৩০টি ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন শেষ হয়েছে। এ সব ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে ৭৩৯ জন এসএমসি/এমএমসি সভাপতি, ৯০০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধান, ১৬৯২ জন নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক ও ৩১ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ মোট ৩৩৬২ জন অংশগ্রহণ করেন।

শ্রেণিকক্ষে সেকায়েপভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

শ্রেণিকক্ষে সেকায়েপ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বিগত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে ৭টি উপজেলার ১৩২ জন অংশগ্রহণকারি অংশগ্রহণ করে ছিলেন। ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি জনাব মোশারফ হোসাইন। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক। সেকায়েপ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মনিটরিং ও ইভালুয়েশন উইং, ব্যানবেইজ, এলজিইডি এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ এতে যোগদান করেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রীক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের অবদান বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি সেকায়েপ-এর উদ্দ্যোগকে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওরিয়েন্টেশনের ফলে ''অতিরিক্ত ক্লাস টিচার কর্মসূচি" আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত হবে।

জেএমআর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা কমেছে

সম্প্রতি পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী জেএমআর উচ্চ বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ মোজাহারুল ইসলাম বিএসসি, বিএড-এর সাথে এই প্রতিবেদকের সেকায়েপ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলাপ হয়। দীর্ঘ এক টেলিফোনিক আলাপচারিতায় তিনি এসিটি কর্মসূচির সফলতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন সত্যিকার অর্থেই ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে তার বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল হচ্ছিল না। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পরামর্শে বিদ্যালয়টির সেকায়েপ-এ আবেদন করে কোন রকম ঝক্কিঝামেলা ছাড়া পেয়ে যান ইংরেজি, গণিত, ও বিজ্ঞান বিষয়ের ৩ জন অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক। যোগদানের পর থেকেই তারা দুর্বল শিক্ষার্থী বাছাই, অভিভাবকদের সাথে সভা, বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, প্রতিনিয়ত ক্লাসে নিষ্ঠার সাথে পাঠদান, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, এসএমসি ও প্রধান শিক্ষকের সাথে নিয়মিত সভা ইত্যাদি নানামুখি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ে এ ৩টি বিষয়ে ফলাফল ভালো হচ্ছে। শিক্ষন-শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ বাড়ছে এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি অবলিলায় স্বীকার করেন আগে অনেক শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়তো, এখন তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এ প্রবণতা অনেক কমে গেছে।

পিএমটি ফোকাল পারসন জনাব মো ঃ নজরুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করছেন।

৭৯ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন পেয়েছে

সেকায়েপ প্রক্সি মিন্স টেস্টিং বা পিএমটি-এর মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে গরীব পরিবারের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বেতন সুবিধা দিয়ে আসছে। পিএমটি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য যাচাই করে দরিদ্রতা নির্ণয় করা হয়। পিএমটি বৃত্তি ও টিউশন সুবিধার ফলে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার জন্য অতিরিক্ত কোন টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না। পিএমটি বৃত্তির মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য অবারিত করা এবং গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটানো। জানুয়ারি-জুন ২০১৫ অর্ধ-বাষিক মনিটরিং প্রতিবেদন-এর তথ্য অনুযায়ি ২০০৮ সালে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ছিল ৩০% এবং ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৪১%।

এই প্রক্রিয়ায় মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ৭৯,৩১,৩৭৪ জন শিক্ষার্থীকে পিএমটি বৃত্তি দেয়া হয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ সেমিস্টারে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার সব থেকে বেশী সংখ্যক ২৫,৮৩০ জন শিক্ষার্থী পিএমটি বৃত্তি পেয়েছে। অপরদিকে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় সবচেয়ে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী পিএমটি বৃত্তি পেয়েছে, যার সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬৮ জন। পার্বত্য অঞ্চলের স্বল্প জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় রুমা উপজেলার সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পিএমটি বৃত্তি পেয়েছে।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি-এর নিকট থেকে ল্যাপটপ গ্রহণ করছেন উপজেলো মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ও মোটর সাইকেল বিতরণ

সেকায়েপ ২১৫টি উপজেলায় ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার ও মোটর সাইকেল বিতরণ শেষ করেছে। এই সকল উপকরণ ও যন্ত্রাদি বিতরণের ফলে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের সক্ষমতা, দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বাড়বে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন আরো তরান্বিত ও ডিজিটালাইজড হবে। এতে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রম আরো প্রসারিত ও গতিশীল হবে।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির শিক্ষার্থীরা বই পড়ছে।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পড়ার বই নির্বাচন

শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বয়স ও মনন অনুযায়ী

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

অন্যান্য বই পড়ে নিজেদের পরিবেশ, মানুষ, সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দেশ কৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় জানতে ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে সে লক্ষ্যে সেকায়েপ কাজ করে যাচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা অলস সময় কাটানো থেকে বিরত থাকতে পারে, নিন্দনীয় কাজ এড়িয়ে চলে, মহৎ কিছু করার ও পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। বই পড়া কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে গুণ সম্পন্ন শিক্ষা লাভে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়। তাই সেকায়েপ শুরু থেকেই পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মত বহুল প্রচারিত, জনপ্রিয় ও মননশীল এই কার্যক্রমকে প্রকল্পভুক্ত করেছে। বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র অত্যন্ত সফলতার সাথে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

০৮-১০ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও কর্মকর্তাগণ, অভিজ্ঞ পাঠক, খ্যাতমান লেখক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে বই নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ শেষ করছেন। ২৯০টি প্রকাশকের ১৩৪৮টি বই নির্বাচনের জন্য আবেদন পাওয়া গেছে। আশা করা যায় নতুন নির্বাচিত বই পাঠের ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও জানার পরিধি আরো প্রসারিত হবে।

মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা-এর হাত থেকে প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনা পুরস্কারের সনদ ও টাকা গ্রহণ করছেন প্রধান শিক্ষক। উপস্থিত রয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও ফোকাল পারসন জনাব গৌতম কুমার রায়।

২০১৫ শিক্ষা বর্ষের উদ্দীপনা পুরস্কার বিতরণ

গ্রামীণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্জিত সাফল্যের জন্য উৎসাহিত করতে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান সেকায়েপ-এর অন্যতম প্রধান একটি কাজ। এই পুরস্কার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সেকায়েপ ৩ ধরনের উদ্দীপনা পুরস্কার দিয়ে থাকে:

- শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী উদ্দীপনা পুরস্কার:১,০০০ টাকা ও একটি সনদ;
- পিএমটি এসএসসি/সমমান উদ্দীপনা পুরস্কার, ১,০০০ টাকা ও একটি সনদ;
- প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনা পুরস্কার: ১,০০,০০০ টাকা ও একটি সনদ।

উল্লেখ্য যে, এই পুরস্কারগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনা পুরস্কার দেশের সকল উপজেলায় অর্থাৎ ৪৮৪টি উপজেলায় প্রদান করা হয়। প্রতিটি উপজেলার ২টি বিদ্যালয় এবং ১টি মাদ্রাসা এ পুরস্কার পেয়ে থাকে।

ইভ টিজিং ও বাল্য বিবাহ রোধে পিটিএ'র উদ্যোগ

সেকায়েপভুক্ত ৯,৮৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন (পিটিএ) গঠিত হয়েছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬৭,৮১০ জন পিটিএ সদস্য প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে। বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানের পিটিএ সক্রিয় এবং কার্যকর রয়েছে। এই সব পিটিএ সদস্যগণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা প্রদান, সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হাজিরা বাড়ানো, ঝরে পড়া কমানো, বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার পথে ইভ টিজিং দমন, বাল্যবিবাহ রোধসহ বিভিন্ন কাজ করছে। সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পিটিএ-এর সদস্য সচিব বলেন যে, তারা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আসা-যাওয়ার পথে কেউ যেন মেয়েদের উত্ত্যক্ত না করে সেদিকে কড়া নজর রাখেন। এছাড়া শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমানো, বাল্যবিবাহ রোধ-এর জন্যও তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক অ্যাসেম্বলীতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিত থাকা, পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে স্কুলে আসা, হাতের নখ, দাঁত ও চোখের যত্ন নেয়ার এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য পরামর্শ দেন।

সাভার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন (পিটিএ) এর সভা।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নে পানি ও স্যানিটেশন স্কীম বাস্তবায়ন

আইএসএফ কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নির্মল পরিরেশ, নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত ওয়াস ব্লক

একজন টেকনিশিয়ান ম্যাঙ্গানিজ টেস্টের ফলাফল দেখাচ্ছেন আইএসএফ এর ফোকাল পারসন জনাব আমিনা পারভীন ও মাহফুজা ইয়াছমিনকে।

নির্মাণ করা হয়েছে ১৫৩টি, স্বল্প ব্যয়ী ওয়াস ব্লক ৬০০টি, শ্রেণি কক্ষ উন্নয়ন ও মেরামত করা হয়েছে ৫০১টি, অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ৯৮০টি, গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ১৪৮০টি, টুইন ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে ১৮২৬টি, ওয়াটার পাম্প ও ওয়াটার ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে ১৭৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

জনাব মোঃ ইব্রহীম বি,কম বিএড প্রধান শিক্ষক শীলখালি উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা পেকুয়া জেলা কক্সবাজার জানান যে, উন্নত ওয়াস ব্লক পাওয়ায় তিনি, এসএমসি'র সদস্যগণ, তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীরা অনেক খুশী। এ ধরনের টাইল্স করা ওয়াস ব্লক আশে-পাশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাই। এজন্য তারা গর্বিত। তিনি সেকায়েপকে ধন্যবাদ জানান এ ধরনের সুন্দর পদক্ষেপ নোয়ার জন্য। তিনি আরো বলেন সুন্দর ওয়াস ব্লকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে ব্যবহার করছে, তারা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। এমনকি শিক্ষার্থীরা বাড়িতেও পরিষ্কার থাকার অভ্যাস করছে। প্রধান শিক্ষক আরো বলেন এ ধরনের ওয়াস ব্লক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই থাকা দরকার।

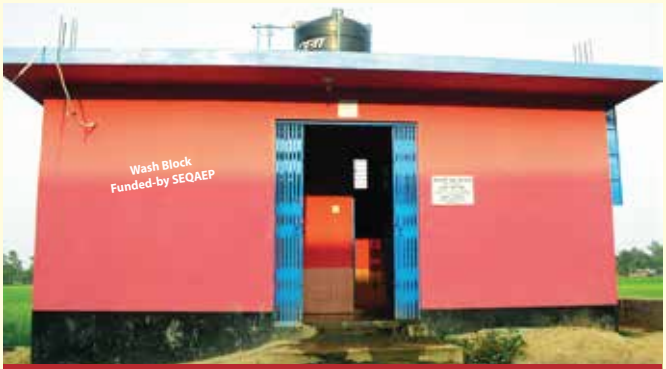

সেকায়েপ-এর আওতায় নির্মিত উন্নত ওয়াস ব্লক শীলখালি উচ্চ বিদ্যালয় উপজেলা পেকুয়া, জেলা কক্সবাজার

আইসিটি ব্যবহারে রাজাপুর ও কলারোয়া উপজেলার সাফল্য

এসএমসি/এমএমসিকে প্রতি বছর ৯,৬০০ টাকা আইসিটি অনুদান প্রদান করা হয়। এই অনুদানের উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানগুলো আইসিটি ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং পারদর্শী করা। আইসিটিতে দক্ষ হলেই প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী উপস্থিতি, শিক্ষক উপস্থিতি, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব, অভিভাবকসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এছাড়া তথ্য উপাত্ত কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষনিকভাবে জানাতে পারবে। জানুয়ারি-জুন ২০১৫ পর্যন্ত ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৮৮টি প্রতিষ্ঠান আইসিটি অনুদান পেয়েছে এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার মোট ৫৫টি প্রতিষ্ঠান আইসিটি অনুদান লাভ করেছে।

সেকায়েপ-এর উপ-প্রকল্প পরিচালক (কোয়ালিটি) জনাব প্রিম রিজভী আইসিটি কর্মসূচির উপর বক্তব্য রাখছেন।

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা

পিটিএ'র প্রধান কাজ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুণগত শিক্ষা ও সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ অবারিত করার উদ্দেশ্যে এই নিরীক্ষা লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এই নিরীক্ষা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিটি পিটিএকে বছরে ৫০০০ টাকা অনুদান দেয়া হয়। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ৬০১৮টি প্রতিষ্ঠান এ অনুদান পেয়েছে। সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য এ পর্যন্ত ১৭৯৮ জন পিটিএ সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার মান মূল্যায়ন

অ্যাসেসমেন্ট অব এডুকেশন কোয়ালিটি সেকায়েপ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাব-কম্পোনেন্ট। এ কার্যক্রমের দায়িত্ব মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং-কে প্রদান করা হয়েছে। সেকায়েপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, বিশ্ব ব্যাংক এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায় এমইডব্লিউ ২০১২ ও ২০১৩ সালে দুই রাউন্ড লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করেছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণী কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গত ৫ এপ্রিল ২০১৩ ও ৬ নভেম্বর ২০১৪ সালে দুটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় যথাক্রমে ২০১২ এবং ২০১৩ সালের সেকায়েপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লার্নিং অ্যাসেসমেন্টের ফলাফল বিস্তরণ করা হয়। সেকায়েপ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সরকার মাধ্যমিক স্তরে দেশব্যপী লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গত ২৭ অক্টোবর ২০১৫ দেশের ৩২টি জেলার ৫৫টি উপজেলার ৫২৭টি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অব সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশন ২০১৫ এর মাঠ পর্যায়ের সার্ভে সম্পাদন করা হয় । এতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৩,১৯১ ও ৮ম শ্রেণির ১৩৬৮৬ জন মোট ২৬,৮৭৭ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

লেখা আহবান

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সেকায়েপ বার্তা প্রতি কোয়ার্টারে নিয়মিভাবে ইংরেজি ও বাংলা ভার্সনে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা সেকায়েপ বার্তার ৫ম সংখ্যায় প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে আসা সংবাদ, কোন সফলতার কাহিনী, বিশেষ অনুসরণীয় বিষয় সেকায়েপ বার্তা ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে কিছু সংবাদ এবং সফলতার কাহিনী আমাদের ই-মেইলে এসেছে। সেগুলো বাছাই করে আমরা ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করেছি এবং পরবর্তী সংখ্যা থেকে এগুলো নিয়মিত প্রকাশ করা হবে। আপনাদের পাঠানো সংবাদ আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আগ্রহী শিক্ষার্থী, এসিটি, শিক্ষক, পিটিএ, এসএমসি/এমএমসি সদস্য, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে তাঁদের লেখা তথ্য প্রকল্প পরিচালক সেকায়েপ বরাবর ডাকে অথবা seqaep@bdcom.net পাঠাতে অনুরোধ করা হ'ল।

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক, অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ সরকার
জনাব ওয়ালিউল ইসলাম, পরামর্শক, সেকায়েপ
ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, সেকায়েপ
জনাব মোঃ মোখতার আহমেদ, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন), সেকায়েপ
জনাব মোঃ দুলাল হোসেন, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ
জনাব নুরুল হক, জুনিয়র কনসালটেন্ট, সেকায়েপ
বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.seqaep.gov.bd
যোগাযোগ: সেকায়েপ, শিক্ষা ভবন, ২য় ব্লক, ১৬ নওয়াব আবদুল গনি রোড ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৯৩৯৯৯, ৯৫৫৫১৩১